ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৮১

আগরতলা,২৪ সেপ্টেম্বর,২০১৯

ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রাম (টি এ বি পি) শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন
রাজ্যের পিছিয়েপড়া ১২টি ব্লকের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর দেশের ১১৭টি জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এরমধ্যে আমাদের রাজ্যের ধলাই জেলাও রয়েছে। সেই জেলাগুলিকে 'ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামের' মাধ্যমে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়েও রূপরেখা প্রধানমন্ত্রীজি তৈরি করে দিয়েছিলেন। আজ প্রজ্ঞাভবনে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে 'ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রাম (টি এ বি পি)' শীর্ষক একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পিছিয়েপড়া ধলাই জেলার উন্নয়নের পাশাপাশি ১২টি পিছিয়ে পড়া ব্লকের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। ব্লকগুলি হলো ধলাই জেলার ছামনু, ডম্বুরনগর, গঙ্গানগর, রইস্যাবাড়ি, গোমতী জেলার করবুক, অম্পি, শিলাছড়ি, খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী, তুলাশিখর, উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া, দশদা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রূপাইছড়ি ব্লক। ব্লকগুলির উন্নয়নে টি এ বি পি প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্লকগুলির উন্নয়ন করতে যেসব ক্ষেত্রের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে অর্থ ব্যয় করা হবে তা হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, শিক্ষাক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, কৃষি ও জলসম্পদ উন্নয়নে ২০ শতাংশ, মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০ শতাংশ, জীবিকা ও দক্ষতার উন্নয়নের ১৫ শতাংশ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। ব্লকগুলির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে তা ইতিমধ্যেই রূপায়ণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে এই ব্লকগুলিকে উন্নতিশীল ব্লকে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বিভিন্ন সহযোগী দপ্তরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ব্লকগুলিকে উন্নয়ন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গরীব, কৃষক ও জনজাতিদের জন্য শুধু মায়াকান্না করলেই চলে না, কাজ করেও দেখাতে হয়। দেশে আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী গ্রাম, গরীব ও কৃষকমুখী ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে গ্রাম, গরীব ও কৃষকমুখী ব্যবস্থা রূপায়ণ করছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশের কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি বছরে ৬ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রকল্পে রাজ্যের ২ লক্ষ ১৫ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই ৮৮ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। গ্রামোন্নয়ন, সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই শ্লোগানগুলির মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীজি সীমাবদ্ধ থাকেননি। সেইসব শ্লোগানকে বাস্তবায়নেও তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন।

***২এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গ তুলে ধরে জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিখ্যাত পর্যটন ক্ষেত্রগুলি আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনাও নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ২০২২ সালের মধ্যে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এই প্রথম কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। তাতে কৃষকদের কাছে মোট ৪৮ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সম্পদ যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের ৭টি পরিবারকে রাইস মিল, মশলা ফ্যাক্টরি, আচার ফ্যাক্টরি ইত্যাদির জন্য ভর্তুকিতে ব্যাঙ্ক থেকে ২৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার যে ১২টি পিছিয়েপড়া ব্লককে চিহ্নিত করেছে সেগুলিকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও-দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদেরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজটি সম্পন্ন করা যাবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা বলেন, 'ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রামের' মাধ্যমে রাজ্যের ৫টি জেলার ১২টি ব্লককে পিছিয়েপড়া ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্লকগুলির অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার অন্তর্গত। চিহ্নিত এই ১২টি ব্লকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে তা রূপায়ণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন বছরের মধ্যে ব্লকগুলির উন্নয়নে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। প্রতিটি ব্লকের কাজের অগ্রগতি তদারকির জন্য বিশেষ সচিব বা তার উপরের পদমর্যাদা সম্পন্ন আধিকারিককে স্টেট প্রভারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ দেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সিং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব মানিকলাল দে, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিস বসু, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং, মৎস্য দপ্তরের সচিব রামেশ্বর দাস, রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু এবং মুখ্য বন সংরক্ষক অমিত শুক্লা।

*****